ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-II, November, 2025, Page No. 362- 375
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.02W.219

হিন্দু ও ইসলামের ধর্মীয় শাস্ত্রে নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গির দর্শন

সান্তনা রানী সামন্ত, *গবেষক, দর্শন বিভাগ, সিকম স্কিলস বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*
আশাদুজ্জামান খান, *সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, সিকম স্কিলস বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 03.11.2025; Accepted: 10.11.2025; Available online: 30.11.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

This research article analyses women's issues, roles, and social perceptions in Hinduism and Islam in the light of feminist philosophy. The treatment of women in ancient social institutions in religious rituals, scriptures, and myths is not merely a matter of religious discipline, but also a reflection of power dynamics between men and women in society. By exploring Hindu texts such as the Vedas, Upanishads, Manu smriti, Ramayana, Mahabharata etc. and on the other hand, the primary sources of Islam, especially the Qur'an and Hadith, the study reveals how women were once glorified as symbols of power, motherhood, and respect but over time, their roles became confined to a secondary within society. The main purpose of this study is to assess the influence of a patriarchal worldview on the determination of women's status in the scriptures and religious practices of two religions and to reread this position from the perspective of feminist philosophy. The primary goal of this research is to assess how patriarchal mindsets influenced women's status in both religions and to reconsider these roles through a feminist lens. The study employed analytical and comparative approaches to achieve this. The work is limited to selected religious contexts and verses. From a feminist view, there is a contradiction: religion often respects women, but at the same time, limits their freedom in social and personal life.

However, with the emergence of contemporary feminist thought and human rights consciousness, there is an urgent need to reconsider and reconstruct this position. Therefore, the importance of this study lies in its attempt to reassess the position of women in religious and social contexts, which may make future discussions about religion, culture, and gender equality deeper and more realistic. There is no fundamental contradiction between religious principles and feminist philosophy. Rather, it is the social and historical interpretations that have produced these inequalities. Therefore, only by rereading religious interpretations and combining them with modern feminist consciousness is it possible to establish true women's freedom and fair equality in society. In conclusion, the study asserts that there is no fundamental contradiction between religious principles and feminist philosophy. The inequalities observed today stem from social and historical interpretations rather than the religions themselves. Therefore, only by reinterpreting

religious concepts and combining them with modern feminist consciousness is it possible to establish true women's freedom and fair equality in society.

Keywords: Religion, Hinduism, Islam, Gender inequality, Feminist philosophy

"... কোন কালে একা হয়নি ক জয়ী পুরুষের তরবারী /প্রেরণা দিয়েছে, শক্তি দিয়েছে বিজয় লক্ষী নারী।..."

-কাজী নজরুল ইসলাম।

সাম্যবাদী কবি নজরুল ইসলামের বাস্তববাদী মনন শীলতার উপর ভর করে স্মরণ করতেই হবে যে ধরিত্রীর বুকে সকল মহান সৃষ্টির অর্ধেক কারিগর পুরুষ এবং অর্ধেক কারিগর রমণী। আবার এই বিশ্বের সকল পাপ ও অমঙ্গলের কারণও পুরুষ রমণী উভয়ই। তাই কালের ধারাকে অনুসরণ করে পুরুষ যদি আজও নারীকে বন্দী করে রাখতে চাই তাহলে যুগের ধর্মে পুরুষ জাতিকেও বন্দী হতে হবে এক অন্ধকারচ্ছন্ন সামাজিক কারাগারে। তাই কবির ছন্দে আওয়াজ মিলিয়ে বহু নারীর দীপ্ত কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে- ঘোমটার আড়াল উন্মুক্ত করে অসাম্যের বন্ধন তারা ভাঙবেই। বিশ্বব্যাপী সমাজের বুকে লিঙ্গ বৈষম্য গত সমস্যাটি দীর্ঘকালীন গভীর উদ্বেগের বিষয়। ধর্মীয় ঐতিহ্য ও প্রথা গুলি সামাজিক নিয়ম ও মনোভাব গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সমাজের বুক থেকে নারী নিপীড়ন এবং নারীদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ কে উৎখাত করে তাদের সার্বিক অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা প্রদান তথা ক্ষমতায়নের পক্ষে নারীবাদীরা একটি আদর্শায়িত আন্দোলন সংগঠিত করে। এই গবেষণা নিবন্ধে এটা স্পষ্ট করার চেষ্টা করা হয়েছে যে কিভাবে বিভিন্ন ধর্মের ধর্মগ্রন্থ মানবতাবাদ, প্রকৃতিবাদ এবং সামগ্রিকভাবে ধার্মিকতার প্রেক্ষাপটে নৈতিক ও দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে নারীকে বর্ণনা করে। নারীবাদী আদর্শের আতশ কাঁচে হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের ধর্মীয় কাঠামোর মধ্যে লিঙ্গত্বের জটিল জালে নারীদের জীবন পরিসরকে উন্মোচন করায় হল এই অধ্যয়নের উদ্দেশ্য। ধর্ম, লিঙ্গ ও সমাজ এর জটিল আবর্ত প্রসঙ্গে আমাদের জ্ঞানের গভীরতাকে পরিমার্জিত ও পরিবর্তিত করার সম্ভাবনার মধ্যেই এই অধ্যয়নের তাৎপর্য নিহিত আছে।

গবেষণার ব্যবধান (Research Gap):

হিন্দু এবং ইসলামের ধর্মীয় অনুশীলনে লিঙ্গ পক্ষপাত পরীক্ষা সংক্রান্ত সাহিত্য বিদ্যমান সত্ত্বেও, একটি উল্লেখযোগ্য সীমাবদ্ধতা রয়ে গেছে যা আরও তদন্তের প্রয়োজন। বিশেষত, ধর্মীয় অনুশীলনের প্রেক্ষাপটে নারীদের লিঙ্গ পক্ষপাত সম্পর্কিত আন্তঃসাম্প্রদায়িক সম্পর্ক তথা নারীবাদী ও ধর্মীয় দর্শনেরর মধ্যে আন্তঃ বিভাগীয় (Inter disciplinary) দৃষ্টিভঙ্গি নীর্ভর সীমিত গবেষণা বিদ্যমান।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aims and Objectives):

- হিন্দু ও ইসলাম মহিলাদের জীবনযাত্রার উপর ধর্মীয় গ্রন্থের বিধান, ধর্মীয় প্রথা এবং শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যার ইতিবাচক এবং নেতিবাচক প্রভাব অন্বেষণ।
- হিন্দু ও ইসলাম সম্প্রদায়ের ধর্মীয় গ্রন্থ ও শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যার মধ্যে নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি অনুসন্ধান করা ও তা দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ করা।
- দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ধর্মীয় বহুত্ববাদের মধ্যে নারীবাদী আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করা।

গবেষণা পদ্ধতি (Research methodology):

এই গবেষণাটি সম্পূর্ণ তাত্ত্বিক ও বিশ্লেষণধর্মী। বিশ্লেষণাত্মক এবং বর্ণনাত্মক এই দুটি পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। গবেষণায় ধর্মীয় শাস্ত্রের বাংলা ও ইংরেজি অনুবাদকে প্রাথমিক তথ্যের [প্রধান উল্লেখযোগ্য হিন্দু ধর্মগ্রন্থ: (*Manu Samhita (Byanganubad)*, 1336; *Manu Samhita : English Translation*, 1909; *Manu Samhita (Translated in Bengali)*, n.d.) এবং প্রধান উল্লেখযোগ্য মুসলিম ধর্মগ্রন্থ: (*The Holy Quran (Bengali Translation)*, 2022; *The Holy Quran (Translated in English)*, 2022)] এবং প্রাসঙ্গিক বই, জার্নাল, নিবন্ধ, সংবাদপত্র, সমালোচনামূলক বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ সম্পর্কিত প্রকাশনা এবং ওয়েবসাইটগুলি গৌণ তথ্যের উৎস হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। দার্শনিক দৃষ্টিকোণের ভিত্তিতে নির্বাচিত ধর্মীয় প্রেক্ষাপট ও আয়াত বিশ্লেষণ করে দেখা হয়েছে, কীভাবে ধর্মীয় অনুশীলনে নারী-পুরুষের মধ্যে পক্ষপাত তৈরি হয়েছে। এই গবেষণার নকশা দার্শনিক

দৃষ্টিকোণের উপর ভিত্তি করে। কাজটি কেবল নির্বাচিত ধর্মীয় প্রেক্ষাপট, মন্ত্র, শ্লোক তথা আয়াত গুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে যেগুলি উভয় ধর্মের মহিলাদের মর্যাদার উপর বিভিন্ন ভাবে ইতিবাচক এবং নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। গবেষণার সমস্যাটি একটি আন্তঃবিভাগীয় (Inter disciplinary) দৃষ্টিভঙ্গি স্বীকার করে।

বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যা (Analysis and interpretations):

নারী সত্ত্বার মর্যাদা, নারীদের আত্মনিয়ন্ত্রণের স্বাধিকার, লিঙ্গভিত্তিক সামাজিক বৈষম্যের নির্দেশনা ইত্যাদি প্রসঙ্গে হিন্দু ও মুসলিম ধর্মের উপস্থাপনা বিশ্লেষণ করে ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির মধ্য থেকে নারীবাদী দর্শনের নির্যাস অন্বেষণ করা এই অধ্যায়নের আবিষ্কার ধর্মী উদ্দেশ্য। এ প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম নারীবাদ শব্দটির উৎপত্তি, সংজ্ঞা, বিভিন্ন নারীবাদী ধারণা তথা নারীবাদী আন্দোলনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট উপর সংক্ষেপে আলোকপাত করা হলো। সর্বোপরি হিন্দু ও মুসলিম ধর্মে প্রতিফলিত নিরীবাদ ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষিত হলো।

নারীবাদের দর্শন (Philosophy of feminism):

নারীবাদ কোনো নির্দিষ্ট ধারণা, তত্ত্ব বা নারীদের নিয়ে সাজানো কোনো নিয়মিত বক্তব্য নয়, বরং এটি এমন এক উপায়, যার মাধ্যমে কিছু নারী নিজেদের বাস্তব জীবনের অবস্থান নির্ধারণ করে এবং সেই অনুযায়ী নিজেদের নারীত্বের অবস্থাকে নতুনভাবে গড়ে তোলার চেষ্টা করে (Thompson, 1994)। বন্দনা চ্যাটার্জির লেখা women and politics in India গ্রন্থ থেকে প্রাপ্ত নারীবাদের একটি প্রাসঙ্গিক সংজ্ঞা হলো- 'নারীবাদ বলতে বোঝায় একটি শক্তি যা নারীদেরকে আত্মসচেতন সামাজিক শ্রেণীতে রূপান্তরিত করেছে' ("Feminism is the force which has transformed women into self-conscious social category") (K. K. Sarkar, 2018)। অপর এক নারীবাদী লেখিকা রাজশ্রী বসুর মতে- 'নারীবাদ এর একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো এই যে তাত্ত্বিক চিন্তা, দার্শনিক মতবাদ ও রাজনৈতিক আন্দোলন সমান্তরালভাবে নারীবাদ কে সমৃদ্ধ করেছে; একে অপরের সম্পূরক হিসেবে নারীবাদকে পথ প্রদর্শন করেছে' (Basu, 2012)।

সপ্তদশ শতক থেকে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এবং যুক্তিশীল চেতনার প্রসারের মধ্য দিয়ে ইউরোপে আর্থসামাজিক অবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। সমাজ জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে মানুষ ধীরে ধীরে নিজের কর্মদক্ষতা ও বিচারবুদ্ধির উপর আস্থাশীল হতে থাকে। মধ্যযুগীয় ধর্মীয় অন্ধত্ব ও কুসংস্কার থেকে মানুষ অনেকটা মুক্ত হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ১৬৮৮ সালে ইংল্যান্ডের গৌরবময় বিপ্লবের মধ্য দিয়ে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে ধ্বনিত হয় প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর। অষ্টাদশ শতাব্দীতে নারীদের সার্বিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস কে সামনে রেখে নারী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। ১৭০৬ সালে মেরি অ্যাস্টেলের (Mary Astell) এর লেখা Some Reflection upon Marriage গ্রন্থে নারীবাদী চিন্তার প্রতিফলন ঘটে। এই গ্রন্থে তিনি সনাতনী চিন্তার বিপরীতে গিয়ে লেখেন 'If all men are born free how is it that all women are born slaves'। বর্তমানে মেরি অ্যাস্টেলকে আধুনিক নারীবাদী চিন্তার প্রবর্তক হিসেবে অনেকে মনে করেন। ১৭৬০ সালে শিল্প বিপ্লবের ফলে নারীরা শ্রমিক হিসাবে নিযুক্ত হলেও, তারা বেশি সময় কাজ করা সত্বেও পুরুষের তুলনায় কম পারিশ্রমিক পেতো। এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রথমে ব্রিটেনে এবং পরবর্তী সময় আমেরিকায় মহিলারা ন্যায্য অধিকারের দাবিতে সংঘটিত হতে থাকে। ১৭৭৬ সালের মার্কিন স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র স্বাধীনতা ও সাম্যবাদী চিন্তার বিকাশ কে ত্বরান্বিত করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যায়ে ১৭৮৯ সালে সংগঠিত ফরাসি বিপ্লব উদারনীতিবাদী চিন্তার ভিত্তি স্থাপন করে। ফ্রান্সের গণপরিষদে ১৭৮৯ সালে Declaration of the Rights of Man and Citizen গৃহীত হয় যার মধ্যে ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং ব্যক্তি অধিকার কে গুরুত্ব দেওয়া হয়। পশ্চিম দেশ গুলিতে অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে নারীদের সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা গুলির তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এবং উক্ত সমস্যা গুলি থেকে মুক্তি লাভের তথা দাবী দেওয়া আদায়ের জন্য সক্রিয় প্রতিবাদ শুরু হয়। ১৭৯১ খ্রিস্টাব্দে অলিম্পে দ্যা গজ (Olympe de Gouges) এর লেখা Declaration of the Right of Women গ্রন্থে নারীদের ন্যায্য অধিকারের দাবি উপস্থাপিত হয়। ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দ বৃটেনের দার্শনিক তথা প্রখ্যাত নারীবাদী মেরি ওলস্টোন ক্রাফ্ট (Mary Wollstonecraft) এর লেখা A Vindication of the right of Women গ্রন্থে নারী পুরুষের বৈষম্য দূরীকরণের প্রয়াস উপস্থাপিত হয়। উনবিংশ শতাব্দীতে নারীবাদী আন্দোলনে বিভিন্ন দাবি দাওয়ার সঙ্গে ভোটাধিকার ও কর্মক্ষেত্রে নারীদের

অংশগ্রহণের অধিকার এই দুটি বিষয় গুরুত্ব পায়। ১৮৩২ সালে বৃটেনের সংস্কার আইনে প্রতি ছয় জন পুরুষের একজনকে ভোটাধিকার দেওয়া হলেও নারীদেরকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। নারীদের ভোটাধিকারের পক্ষে---- প্রভৃতি নারী সংগঠনগুলি আন্দোলনে লিপ্ত হয়। ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে ১৯-২০ জুলাই যুক্তরাষ্ট্রে Seneca Falls convention অনুষ্ঠিত হয় এই সম্মেলনকে পিতৃতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে প্রথম আন্দোলনের ভিত্তি বলে চিহ্নিত করা হয় (Apetrei, 2010; Astell, 2015)।

১৯৭০ সাল থেকে নারী আন্দোলনের একটা স্বতন্ত্র দার্শনিক ভিত্তি বিকাশ লাভ করে যা New wave of feminism নামে পরিচিত। ভারতবর্ষে স্বাধীনতার পূর্বে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতার শৃংখলে নারীদের স্বাধিকারের দাবি গুলি বিদেশি শাসকের কাছে অবহেলিত হয়েছে। ব্রিটিশরা তার প্রশাসনিক কাজের স্বার্থে যে শিক্ষা ব্যবস্থা ভারতবর্ষে চালু করেছিল সেই শিক্ষার ন্যূনতম সুযোগ তৎকালীন ভারতীয় মহিলাদের নিকট প্রায় অধরা ছিল। তথাপি স্বাধীনতা আন্দোলনে ভারতীয় নারীদের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে নারীরা পুরুষদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে যে দেশপ্রেমের নিদর্শন রচনা করে সেই ইতিহাস স্বাধীনোত্তর পরবর্তী সময়ে নারীবাদী আন্দোলনের রসদ প্রদান করে এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই (Chaudhuri, 2015; Maitra, 2003)। সুতরাং উনিশ শতকের সত্তরের দশকে নারীবাদী আন্দোলনের জোয়ার গোটা বিশ্বে প্রভাব ফেলে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে গড়ে ওঠা নারীবাদী আন্দোলনের প্রেক্ষাপট ও নৈতিক বিচার বিবেচনার মধ্যে অনেক বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির সাপেক্ষে বিশ্বব্যাপী গড়ে ওঠা নারীবাদী দর্শনকে বিভিন্নভাবে ভাগ করা হয়। নারীবাদের উল্লেখযোগ্য ধারণা গুলি নিম্নে আলোচিত হলো।

উদারনৈতিক নারীবাদ (Liberal Feminism):

উদারনৈতিক নারীবাদ এর অন্যতম স্রষ্টা হলেন জন স্টুয়ার্ট মিল। তার রচিত দুটি বই হল- The subjection of women এবং Liberty। এই দুটি বইয়ের মধ্যে তিনি নারীদের জন্য পুরুষের সমতুল্য অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক সুযোগ-সুবিধা প্রদানের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। উদারনৈতিক নারী বাদের মূল কথা হলো সমাজের বুকে নারীরা আবহমানকাল জুড়ে লিঙ্গ বৈষম্যের স্বীকার হয়ে চলেছে এবং এই শৃঙ্খল থেকে নারীদেরকে মুক্ত করার জন্য তাদের নাগরিক অধিকার তথা মানবাধিকার সুনিশ্চিত করতে হবে। উদারনৈতিক নারীবাদীরা মনে করেন- আমাদের Sex identity এবং Gender identity এই দুটি পরিচয়ের থেকেও মানুষ হিসেবে আমাদের পরিচিতির ব্যাপকতা অনেক বেশি। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে Liberalism বা উদারতাবাদ বলতে বোঝানো হয় স্বতন্ত্র বাদ বা individualism কে। সুতরাং ব্যক্তির স্বতন্ত্র্য সত্তা অটুট রাখার গুরু দায়িত্ব সমাজ ও রাষ্ট্রের। তাই সমাজ তথা রাষ্ট্রকে পরিচালনার জন্য যে বিধি নিদান বা আইন তৈরি করা হয় তা নিরপেক্ষ ও মানবিক হবে, কোনরকম বৈষম্য দোষে দুষ্ট হবে না। উদারপন্থী নারীবাদীরা ধর্ম-বর্ণ, জাতি-লিঙ্গ নির্বিশেষে ন্যায়সঙ্গত বিধি নিয়মের (Principal of justice) পক্ষে মত পোষণ করেন। এ প্রসঙ্গে দার্শনিক দেকার্তের অধিবিদ্যা গত ধারণার প্রভাব লক্ষণীয়। দেকার্তের অধিবিদ্যায় দুটি পদার্থ স্বীকার্য, যথা- মন (mind) এবং বস্তু (matter)। তাই লিঙ্গ পরিচয় ও দৈহিক প্রকাশ ক্রোমোজোম ও হরমোন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হলেও মানুষের মন নিয়ন্ত্রিত হয় যুক্তির দ্বারা। আর এই রূপ যুক্তি লব্ধ নৈতিক আদর্শ থেকে তৈরি হয় লিঙ্গ নিরপেক্ষ আচার-আচরণ, বিধি নির্দেশ, তথা সংস্কৃতি। তাই জন্মসূত্রে কখনো পুরুষ ও নারীর আদর্শ আচরণ ব্যক্তির মধ্যে প্রথিত হতে পারে না। সুতরাং রাষ্ট্র পরিচালনকারী রাজনৈতিক দলগুলির আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে বলে মনে করা হয়। David Bouchier নারীদের অধিকার প্রসঙ্গে কতগুলি মূলগত দিক উল্লেখ করেন, যেমন- তাদের শিক্ষার অধিকার সুনিশ্চিত করা, রাজনীতি ও সাংবাদিকতায় নারীদের অনুপ্রবেশ ঘটানো, সম কাজে সম বেতন এর অধিকার নিশ্চিত করা সর্বোপরি প্রাত্যহিক দাবি-দাওয়া গুলি পূরণের ক্ষেত্রে অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়া। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ যে ১৯৬৬ সালে আমেরিকায় লিবারাল নারী বাদীর আদর্শে গঠিত National organisation for women (NOW) তৎকালীন রিপাবলিক এবং ডেমোক্রেটিক পার্টির কাছে নারীদের সমান অধিকার প্রসঙ্গে এইরূপ আট দফা দাবি পেশ করেন (Maitra, 2003; Mariana, 2006; M. M. Rahman, 2021)।

বৈপ্লবিক নারীবাদ (Radical feminism):

১৯৪৯ সালে ফরাসি নারীবাদী লেখক Simone de Beauvoir- এর লেখা The Second Sex গ্রন্থটির প্রভাব পরবর্তী সময়ে গড়ে ওঠা বৈপ্লবিক নারীবাদে প্রতিফলিত হয়। তিনি উল্লেখ করেন নারীদের স্বার্থ বিরোধী আইন কানুন প্রণয়নের মাধ্যমে তাদেরকে সমাজের মূল স্রোত থেকে আলাদা করে রাখা হয়। সমাজে পুরুষালি বৈশিষ্ট্য গুলিকে অধিক প্রাধান্য দেওয়ার সাথে সাথে নারী সত্তাকে পুরুষত্বের অপর বা Other হিসাবে বিবেচনা করে প্রান্তিকীকরণ করা হয়। বোভোয়ারের এই ধারণা 'অপরত্ব' বা 'Otherness' নামে পরিচিত। ১৯৬০-এর দশক থেকে বৈপ্লবিক নারীবাদী তত্ত্ব তথা আন্দোলন পরিব্যপ্ত হতে থাকে। Jene Genet, Germaine Greer প্রমুখ নারীবাদী সাহিত্যিক মনে করেন ধর্ম, সংস্কৃতি তথা নৈতিকতার মধ্যে পিতৃতান্ত্রিক আস্ফালন নারীর অন্তর্নিহিত ক্ষমতার বিকাশকে অবরুদ্ধ করে এবং ছোটবেলা থেকেই নারী মনে নেতিবাচক চিন্তার বীজ বপন করে। Kate Millett, ১৯৬৯ সালে লেখা Sexual Politics গ্রন্থে উল্লেখ করেন- ব্যক্তিগত পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যেও প্রচ্ছন্ন রাজনৈতিক খেলা চলে। এই ধারণাকে তিনি 'Personal is political' বলে ব্যাখ্যা করেন। এই ধারণা অনুসারে পুরুষেরাই হলো নারীদের প্রধান প্রতিপক্ষ। পুরুষদের নারীদের প্রতি নিপীড়নমূলক আগ্রাসী মানসিকতা এবং নারীর প্রতি শক্তি প্রদর্শনের প্রকট বা প্রচ্ছন্ন বাসনা থেকেই নারীরা পরাধীন জীবন যাপনে বাধ্য হয়। এ প্রসঙ্গে ১৯৭৬ সালে Susan Brown Miller তার লেখা গ্রন্থে উল্লেখ করেন- 'ধর্ষণ ক্ষমতার বলেই পুরুষ নারীকে ভীত করে রাখে এবং নিয়ন্ত্রন করে'। বৈপ্লবিক নারীবাদী সমর্থকরা মনে করেন- পুরুষের সঙ্গে প্রচলিত বৈবাহিক সম্পর্কের শৃঙ্খল নারীরা ছিন্ন করতে পারলে এবং স্বতন্ত্র সত্তা হিসাবে নিজেদের প্রতিষ্টিত করতে পারলে তবেই নারীদের স্বাধীনতা সমাজে প্রতিষ্ঠিত হব। বৈপ্লবিক নারীবাদের আবার দুটি ধারা লক্ষনীয়, যথা- স্বাধীনতাকামী নারীবাদ এবং সাংস্কৃতিক নারীবাদ। স্বাধীনতাকামী নারীবাদে বলা হয়- নারীরা তার প্রাকৃতিক জৈবিক গুণাবলী পরিত্যাগ করে পুরুষালি গুণাবলী গ্রহণ করবে। এর ফলে সমাজে নারীদের সম্পর্কে যে Stereotype তৈরি হয়েছে সেগুলিকে চ্যালেঞ্জ করা সম্ভব হবে। নারীবাদী দর্শনে এটা Androgyny ধারণা নামে পরিচিত। অপরপক্ষে বৈপ্লবিক সাংস্কৃতিক নারীবাদে নারীর নিজস্ব গুণাবলী ও স্বকীয়তা যা পুরুষের থেকে ভিন্ন সেগুলি পূর্ণমাত্রায় অর্জন করার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এইরূপ Feminization of culture এর অন্যতম প্রবক্তা হলেন মার্গারেট ফুলার। এই ধারণা অনুসারে পুরুষের প্রতিযোগিতামূলক, অনমনীয় স্বভাবের তুলনায় নারীদের সহানুভূতিশীল, শান্ত প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য গুলি সংরক্ষণের মাধ্যমে নারীদের প্রকৃত মূল্যবোধের স্বতন্ত্র্যতা সুদৃঢ় হবে (Basu, 2012; Maitra, 2003)।

মার্ক্সিয় নারীবাদ (Marxian feminism):

রাশিয়ার আলেকজান্দ্রা কোলোন্তাই (Alexandra Kollantai; 1872-1992), জার্মানের রোসা লুক্সেমবার্গ (Rosa Luxemburg; 1871-1919) এবং ক্লারা জেটকিন (Clara Zetkin; 1857-1993) প্রমুখ নারীবাদী তাত্ত্বিকগণ মার্কসীয় শ্রেণি তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে এই নারীবাদী ধারণা গড়ে তোলেন। মার্কস তার জীবনের শেষ পর্যায়ে Ethnological Notebooks রচনা করেন, যেখানে তিনি ঐতিহাসিক ও সামাজিক পটভূমিতে নারীর উপরে পুরুষের অবদমন বিষয়টি আলোচনা করেন। পরবর্তী সময়ে এই আলোচনার উপর ভিত্তি করে এঙ্গেলস The origin of family private property and state রচনা করেন। এই মতবাদ অনুসারে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার গতানুগতিক ধারণায়, পুরুষের চেতনায় নারীরা পুরুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে পরিগণিত হয়। বস্তুগত উৎপাদনের ব্যক্তিগত মালিকানা থেকে যেমন শ্রেণীবিভক্ত সমাজ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে, ঠিক একই ভাবে সুগৃহিনী তথা সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র স্বরূপ ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে নারী সত্তা অবগুণ্ঠিত ও অবহেলিত হয়ে এসেছে। শ্রেণীবিভক্ত সমাজের সামগ্রিক কাঠামোর মধ্যে শোষিত শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করে নারীরা। এইরূপ ধারণার চিরাচরিত আবর্তে নারীদের প্রতি লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য সমাজের বুকে যুগে যুগে প্রকট হয়ে ওঠে। তাই মার্কসীয় নারীবাদের মূল কথা হলো ব্যক্তি মালিকানাধীন পারিবারিক সংকীর্ণতা থেকে নারীদেরকে মুক্ত করতে হবে এবং সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে নারীদেরকে অবাধে কাজ করার সুযোগ প্রদান করতে হবে। ব্যক্তিগত মালিকানা ভিত্তিক শ্রেণী বিভক্ত সমাজ ব্যবস্থার অবসান হলে এবং সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে উৎপাদনের সমবন্টন হলে যেমন শ্রেণী বিভক্ত সমাজের বিলুপ্তি হবে, ঠিক একইভাবে সমাজ জীবনে নারীর কর্ম ও বৌদ্ধিক ক্ষমতা দ্বারা সমাজ দেশ ও জাতি উপকৃত হলে লিঙ্গভিত্তিক শ্রেণি বৈষম্য দূর হবে।মার্কসের দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ অনুসারে বাদ ও বিবাদের মিথস্ক্রিয়ার (Dialectical

contradiction) মাধ্যমে সমাজে পরিবর্তন আসে। সমাজের বুকে রাজনীতি, সংস্কৃতি, শিক্ষা তথা ক্ষমতার ভিত্তি হল উৎপাদন ব্যবস্থা এবং তার বন্টন। এইগুলির মধ্যে নিহিত দ্বন্দ্ব থেকেই বিপ্লবের মধ্য দিয়ে এক উন্নততর সমাজ ব্যবস্থায় লিঙ্গ সাম্যতা প্রতিষ্ঠিত হবে (Armstrong, 2002; Basu, 2012; Nari O Communism: Marx Theke Mao, [Women And Communism: From Marx To Mao, Edited by Harry Politt], 2022)।

সমাজতান্ত্রিক নারীবাদ (Socialist Feminism):

সমাজতান্ত্রিক নারীবাদ হলো রেডিয়াল এবং মার্কসিয়ান নারীবাদ এর মিথস্ক্রিয়া লব্ধ একটি ধারণা। এর সমর্থকরা মনে করেন- ব্যক্তি মালিকানা ভিত্তিক শ্রেণি বিভক্ত সামাজিক কাঠামোর আগ্রাসন এবং নারী পুরুষের সামাজিক সম্পর্কের চিরাচরিত সংকীর্ণতা এই দুইয়ের আবর্ত থেকে নারীরা মুক্ত হলে তবেই পিতৃতন্ত্রের বিলুপ্তি সম্ভব এবং জৈবিক লিঙ্গ বৈষম্যের উর্ধ্বে থেকে সামাজিক লিঙ্গ সমতা প্রদান সম্ভব হবে (Armstrong, 2002)।

পরিবেশবাদী নারীবাদ (Ecofeminism):

Ecofeminism শব্দটি ১৯৭৪ সালে ফরাসী লেখক Francoise d' Eaubonne প্রথম ব্যবহার করেন। নারীবাদের এই ধারণা অনুসারে প্রকৃতি এবং নারী উভয়ের উপর যে শোষণ ও নিপীড়ন চলে তার কারণ হিসেবে একটি সাধারণ আগ্রাসী পিতৃতান্ত্রিক মনস্তত্ত্বকে দায়ী করা হয়। পরিবেশবাদী নারীবাদীরা এইভাবে পরিবেশের মধ্যে বর্তমান সকল জীবজ ও অজীবজ উপাদানের প্রতি সহমর্মিতা ও সম্মান প্রদর্শন করেন। অন্যতম একজন ভারতীয় পরিবেশবাদী ও নারীবাদী বন্দনা শিবা (Vandana Shiva) উল্লেখ করেন যে বিজ্ঞান, শিল্প তথা যন্ত্রসভ্যতার পীড়নে পরিবেশ যেমন ভারসাম্য হারাচ্ছ, একইভাবে নারীদের প্রান্তিকীকরণের ফলে সমাজ ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ছে। তাই নারীবাদের এই ধারায় মনে করা হয়- স্থিতিশীল সবুজ পরিবেশ এবং সুসংহত সমাজ ব্যবস্থার একটি যুগপৎ তত্ত্বের মতাদর্শে লিঙ্গসাম্যতার পুনঃনির্মাণ সম্ভব (Basu, 20 12; Glazebrook, 2002; Shiva, 2002)।

বিনির্মাণকারী নারীবাদ (Deconstructionist Feminism):

ফরাসি দার্শনিক Jacques Derrida- এর মতে ভাষা স্থিতিশীল নয়, ভাষার লক্ষণ ও প্রতীক সমূহের ক্রমাগত বিবর্তনের মাধ্যমে ভাষা বিকশিত হয় ('Language is not fixed and stable but rather is a constantly shifting and evolving system of signs and symbols'.)। একইভাবে বিনির্মাণকারী নারীবাদীরা মনে করেন লিঙ্গগত ধারণা একটি সামাজিক গঠন যা সাংস্কৃতিক অনুশীলন লব্ধ এবং ভাষার মিথস্ক্রিয়ায় নির্মিত। সুতরাং লিঙ্গগত ধারণা স্থির বা স্থিতিশীল নয়। Martha Minow, Carol Bacchi প্রমুখ বিনির্মাণকারী নারীবাদীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। তাদের ব্যাখ্যা অনুসারে নারীদের জন্য কোন বিশেষ অধিকার প্রদান করার অর্থ হল নারী ও পুরুষের পৃথক সত্তাকে প্রতিষ্ঠা করা। তাই এই মতবাদে- সম পরিস্থিতিতে সমানাধিকার (Same right within same situation) এর কথা উপস্থাপন করা হয়। বিনির্মাণকারীরা চিন্তা লব্ধ উপযোগী গণতান্ত্রিকরণকে বিনির্মাণ হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। নারীবাদ এর এই ধারায় মনে করা হয় যে পুরুষ ও মহিলার বাইনারি ধারণাকে দূরে সরিয়ে একটি বিকল্প লিঙ্গ পরিচয় পুনর্গঠনের মাধ্যমে নারী পুরুষের সীমারেখার অবলুপ্তি ঘটানো সম্ভব। ১৯৯০ সালে Making all the difference গ্রন্থে মারথা মিনো উল্লেখ করেন যে সকলকে পরিস্থিতি ভিত্তিক উপযোগী অধিকার প্রদান করতে হবে অর্থাৎ বিশেষ পরিস্থিতিতে বিশেষ অধিকার প্রদান করা হলে সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা সম্ভব। সর্বোপরি লিঙ্গ সাম্যতা ও অসাম্যতার মধ্যে যে সীমানা তা আসলে কৃত্রিমভাবে নির্মিত এবং এইরূপ সীমানা বর্জন করা উচিত। যে সামাজিক সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় গঠন লিঙ্গ পরিচয় কে রূপদান করে সেই ঐতিহ্যগত অনুমান ও অর্থকে বিনির্মাণ ও চ্যালেঞ্জ করার মাধ্যমে লিঙ্গ পরিচয় পুনর্গঠন সম্ভব (Elam, 2000; Maitra, 2003)।

হিন্দুধর্মে প্রতিফলিত নারীবাদ (Feminism reflected in Hinduism):

বেদের জ্ঞানকাণ্ডে, বৃহদারণ্যক উপনিষদের ১/৪/৩ ('স বৈনৈব রেমে তস্মাদেকাকীন রমতে স দ্বিতীয় মৈচ্ছৎ স হৈতাবানাস যথা স্ত্রীপুমাংসৌ সংপরিষক্তৌ স ইমমেবাত্মানং দ্বেধাপাতরত্ততঃ পতিশ্চ পত্নী চাভবতাং তস্মাদিদ মর্ধবৃগলমিব স্ব ইতি হ স্মাহ যাজ্ঞবল্ক্যস্তস্মাদয়মাকাশঃ স্ত্রিয়া পূর্যত এবং তাং সমভবত্ততো মনুষ্যা অজায়ন্ত") (Vedantaratna & Tattvabhushan, 1928)- থেকে পাওয়া যায় জনশূন্য পৃথিবীতে ঈশ্বর নিজেকে ছাড়া

দ্বিতীয় এক ব্যক্তিকে সৃষ্টি করেন। যিনি লিঙ্গগত ভাবে উভকাম (Sexually bipotential) শক্তির ধারক। এই দ্বিতীয় ব্যক্তি নিজের স্বয়ী শক্তিকে দ্বি বিভক্ত করে পুরুষ ও স্ত্রী সৃষ্টি করেন যারা পরস্পরের স্বামী-স্ত্রী হিসাবে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। মনুসংহিতা ১/৩২ ("দ্বিধা কৃত্বাত্মননা দেহমর্ধেন পুরুষোহভবৎ। অর্ধেন নারী তস্যাং স বিরাজমসৃজৎ প্রভুঃ") (*Manu Samhita (Byanganubad)*, 1336; *Manu Samhita (Translated in Bengali)*, n.d.) থেকে পাওয়া যায় যে প্রভু প্রজাপতি আপন শক্তিকে দ্বি বিভক্ত করে নারী-পুরুষ সৃষ্টি করেন। সুতরাং পৃথিবীর বুকে নারী-পুরুষ সৃষ্টি সম্পর্কিত হিন্দু পুরা কথায়- নারী সত্তার সৃষ্টিতে পুরুষ সত্তার আধিপত্য অথবা পুরুষ সত্তার সৃষ্টিতে নারী সত্তার আধিপত্য এমন বৈষম্য মূলক আস্ফালন প্রতীয়মান হয় না।

হিন্দু ধর্মে মনুসংহিতার ৯/২৬ ('প্রজনার্থং মহাভাগাঃ পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোহস্তি কশ্চন') (*Manu Samhita (Byanganubad)*, 1336; *Manu Samhita (Translated in Bengali)*, n.d.) শ্লোকে মাকে দেবী হিসাবে বর্ণনা করার মধ্য দিয়ে নারীর মাতৃত্বকে সম্মান জানানো হয়। সুতরাং Feminization of Culture এই ধারণা অনুসারে নারী নিজের মাতৃত্বের প্রকৃতির জন্য এবং মাতৃত্বের মূল্যবোধ সংরক্ষণের মধ্য দিয়েই নারী স্বতন্ত্র হয়ে ওঠে। প্রকৃতি যেমন ফুল ফলে সজ্জিত হয়ে ওঠে একইভাবে মাতৃত্ব হেতু নারীর সংসারে উপস্থিতিতে গৃহ আলোকিত হয়ে ওঠে। মা হিসাবে একজন নারীর মমত্ববোধ, সহনশীলতা, নমনীয়তা প্রভৃতি Stereotype গুলি হল নারীর প্রকৃতি জাত স্বকীয়তা এবং সম্পূর্ণ নিজস্ব গুণাবলী। বৈপ্লবিক নারীবাদ এর একটি ধারা হল সাংস্কৃতিক নারীবাদ যারা নারীর এই বৈশিষ্ট্য গুলি সংরক্ষণ ও সুদৃঢ় করার পক্ষে। সুতরাং গৃহলক্ষী হিসাবে মায়ের উপস্থিতিতে সংসারের কল্যাণ সাধন- এমন ধর্মীয় অভিব্যক্তি স্বাধীনকামী নারীবাদীদের দ্বারা সমালোচিত হলেও সাংস্কৃতিক নারীবাদীদের মতে তা নারীর স্বতন্ত্রতা রক্ষায় গ্রহণযোগ্য। আবার মনুসংহিতার ৩/১১৪ ('সুবাসিনীঃ কুমারাংশ রোগিণেণ গর্ভিণীন্তখা। অতিথিত্যোহগ্র এবৈতান্ ভোজয়েদবিচারয়ম্') (*Manu Samhita (Byanganubad)*, 1336; *Manu Samhita (Translated in Bengali)*, n.d.) শ্লোকে গর্ভবতী মহিলাদের প্রসঙ্গে যত্নবান হওয়ার নির্দেশ পাওয়া যায়। এমন নির্দেশ জীববিজ্ঞান সম্মত বিশেষ শারীরবৃত্তীয় অবস্থায় নারীদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার ও যত্নবান হওয়ার মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিকে স্বীকৃতি দেয়। এক্ষেত্রে বিনির্মাণকারী নারীবাদীদের পরিস্থিতি ভিত্তিক উপযোগী অধিকার প্রদান এর দাবি ধর্মীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। মনুসংহিতার ৮/২৭৫ ('মাতরং পিতরং জায়াং ভ্রাতরং তনয়ৎ গুরুং। আক্ষারয়ঞ্চুতং দাপ্যঃ পন্থানং চাদদদারোঃ') (*Manu Samhita (Byanganubad)*, 1336; *Manu Samhita (Translated in Bengali)*, n.d.) শ্লোকে পিতা ও মাতা উভয়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, তাদের উদ্দেশ্যে কোন বিরূপ ভাষা প্রয়োগ না করা এবং তাদের প্রতি কোন দৈহিক ও মানসিক যন্ত্রনা প্রদান না করা এই বার্তা গুলি দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে পিতা ও মাতার মধ্যে কোন লিঙ্গ বৈষম্য প্রতিফলিত হয় না। এক্ষেত্রে বিনির্মাণকারী নারীবাদীদের 'Same right within same situation' এই ধারণার সাপেক্ষে মাতৃত্ব ও পিতৃত্বের মধ্যে সুদৃঢ় সাম্যতা হিন্দু ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয়।

মনুসংহিতায় "দেবরাদ্বা সপিণ্ডাদ্বা স্ত্রিয়া সম্যঙ্ নিযুক্তয়া। প্রজেন্সিতাধিগন্তব্যা সন্তানস্য পরিক্ষয়ে" [মনুসংহিতা ৯/৫৯], "বিধবায়াং নিযুক্তস্তু ঘৃতাক্তো বাগ্যতো নিশি। একমুৎপাদয়েৎ পুত্রং ন দ্বিতীয়ং কথঞ্চন"॥ [মনুসংহিতা ৯/৬০], "দ্বিতীয়মেকে প্রজনং মন্যন্তে স্ত্রীষু তদ্বিদঃ। অনির্বৃতং নিয়োগার্থং পশ্যন্তো ধমতস্তয়োঃ" [মনুসংহিতা ৯/৬১] "পূত্রেণ লোকান জয়তি পৌত্রেণানন্ত্যমশ্নুতে। অথ পুত্রস্য পৌত্রেণ ব্রয়ষ্যাপ্নোতি পিস্টপং"[মনুসংহিতা ৯/১৩৭] (*Manu Samhita (Byanganubad)*, 1336; *Manu Samhita (Translated in Bengali)*, n.d.)- শ্লোক সমূহের ব্যাখ্যা থেকে পাওয়া যায় কন্যা সন্তানের জন্মকে অকল্যাণকর বলে বিবেচনা করা হয়। একদিকে মাতৃত্বের প্রতি গভীর সম্মান প্রদর্শন অপরপক্ষে কন্যা সন্তানের গ্রহণযোগ্যতার অস্বীকৃতি নারী প্রসঙ্গে দ্বিচারিতার বাতাবরণ তৈরি করে। কন্যা সন্তান লাভ অপেক্ষা পুত্র সন্তান লাভ অধিক শ্রেয়, এমন অভিব্যক্তি পিতৃতান্ত্রিকতার নিরবিচ্ছিন্নতাকে সুদৃঢ় করার প্রয়াস বলে নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অনুধাবন করা যায়। আবার নিয়োগ প্রথা, ক্ষেত্রজ পুত্র ইত্যাদি ধর্মীয় বিধিগুলি মায়ের উপর যৌন হয়রানির শক্ত ভিত্তি তৈরি করে। এই প্রসঙ্গে বিধান হল- "নারী ক্ষেত্রস্বরূপ, পুরুষ বীজস্বরূপ। ক্ষেত্র ও বীজের মিলনে সকল দেহীর উৎপত্তি হয়", "যেমন গাভী, অশ্ব, উট, দাসী, মহিষ, ছাগল ও ভেড়াতে উৎপাদক সন্তানের অধিকারী হয় না, তেমনই পরস্ত্রীতে উৎপাদিত সন্তান উৎপাদকের হয় না", "যারা ক্ষেত্রস্বামী নয়, বীজের মালিক, তারা পরের ক্ষেত্রে বীজবপন করলে উৎপন্ন শস্যের ফললাভ করে না" [মনুসংহিতা ৯/৩৩,৪৮,৪৯] (*Manu Samhita (Byanganubad)*, 1336; *Manu Samhita (Translated in Bengali)*, n.d.) । ফলে পুরুষদের দ্বারা নারীরা যৌন

নির্যাতনের শিকার হয়। উপরোক্ত ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি গুলি একবিংশ শতাব্দীতেও কন্যা ভ্রুণ হত্যা, গর্ভপাত, যৌন হয়রানি ইত্যাদি অপরাধ সংগঠিত করতে উৎসাহ প্রদান করে। এ প্রসঙ্গে উদারপন্থী নারীবাদীরা মনে করেন ধর্মের দোহাই দিয়ে নারীদের উপর সংঘটিত অপরাধ গুলির বিরুদ্ধে রাষ্ট্রকে কঠোর আইন প্রণয়ন করতে হবে এবং এই সকল আইন গুলিকে বাস্তবে যথার্থ ভাবে প্রয়োগ করতে হবে। ধর্মীয় অসঙ্গতি গুলো রাষ্ট্রীয় কাঠামোকে প্রভাবিত না করলে নারীরা স্বাধীনভাবে জীবন যাপনের সুযোগ পাবে এ বিশয়ে সন্দেহ নেই।

মনুসংহিতা ৩/৫৫, ৩/৫৬, ৯/১০১ ('পিতৃভির্ভ্রাতৃভিশ্চৈতাঃ পতিভির্দেবরৈস্তথা। পূজ্যা ভূষয়িতব্যাশ্চ বহুকল্যাণমীপ্সুভিঃ', 'যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ। যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ', 'অন্যোন্যস্যাব্যভিচারো ভবেদামরণান্তিকঃ। এষ ধর্মঃ সমাসেন জ্ঞেয়ঃ স্ত্রীপুংসয়োঃ পরঃ',) (*Manu Samhita (Byanganubad)*, 1336; *Manu Samhita (Translated in Bengali)*, n.d.) এবং মহাভারতের উদ্যোগ পর্বের ৩৪/৩৯, ৩৬/ ৫৭ ("পর্জন্যনাথাঃ পণবো রাজানো মন্ত্রীবান্ধবাঃ। পতয়ো বান্ধবাঃ স্ত্রীণাং ব্রাহ্মণা বেদবান্ধবাঃ"[মহাভারত, উদ্যোগ পর্ব(১৩), অধ্যায় ৩৪, শ্লোক ৩৯], "ন বৈ তেষাং স্বদতে পথ্যমুক্তং যোগক্ষেমং কল্পতে নৈব তেষাম" [মহাভারত, উদ্যোগ পর্ব, ৩৬/৫৭]) (*Mahabharata, composed by Maharshi Vedavyasa, Udyoga Parva-13. (Translated into Bengali)*, 1978) প্রভৃতি শ্লোক গুলির বিশ্লেষণে পাওয়া যায় যে স্বামী স্ত্রীর সুসম্পর্ক স্থাপন, সহাবস্থান এবং পারস্পরিক সম্মান প্রদর্শন এর মধ্য দিয়ে সংসার তথা বংশের কল্যাণ সাধন সম্ভব এবং জীবনের সকল কর্মে সফলতা আসে। উপরোক্ত শ্লোকের মর্মার্থে- পতি পত্নীর মধ্যে বন্ধুসুলভ সম্পর্কের দৃঢ় বন্ধন রচনার অমৃত কথা উচ্চারিত হয়েছে। এই ভাবধারা লিঙ্গ বৈষম্যের সামাজিক প্রাচীর অবসানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা। সমাজতান্ত্রিক নারীবাদী ধারণাকে সামনে রেখে বলা যায়- স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বন্ধু ভাবাপণ্য সম্পর্কের এই দর্শন যদি যথার্থ ভাবে সমাজ জীবনে বাস্তবায়িত হয় তাহলে তা নারী বৈষম্য দূরীকরণের অন্যতম স্তম্ভ হিসেবে বিবেচিত হবে। নারী ও পুরুষের সামাজিক সম্পর্কের চিরাচরিত সংকীর্ণতা এবং পুরুষের আগ্রাসন থেকে নারীরা মুক্ত হবে।

"অপশ্যং যুবতিং নীয়মানাং জীবাং মৃতেভ্যঃ পরিণীয়মানাম্। অন্ধেন যত্তমসা প্রাবৃতাসীৎপ্রাক্তো অপাচীমনয়ং তদেনাম" [অথর্ববেদ- কান্ড ১৮, অনুবাক-৩, সুক্ত-১, শ্লোক-৩], "উদীষর্ব নার্য্যভি জীবলোকং গতাসুমেতহমুপশেষ এহি। হস্তাগ্যাভস্য দিধিষোস্তবেদং পত্যুর্জনিত্বমভি সংবভূব" [অথর্ববেদ- কান্ড ১৮, অনুবাক-৩, সুক্ত-১ শ্লোক-২] (Goswami, 1961)- এই দুইটি শ্লোক একত্রে বিশ্লেষণ করলে যে বিষয়গুলি প্রকাশ পায়— বেদ এখানে নারীর জীবনের মূল্য স্বীকার করছে। মৃত স্বামীর সঙ্গে মৃত্যুবরণ নয়, বরং জীবনের পথে ফিরে আসাই তার কর্তব্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অথর্ববেদের এই মন্ত্রসমূহ প্রমাণ করে যে, বেদযুগে সতীদাহ কোনো ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা ছিল না। বরং বেদ নিজেই এই প্রথার বিরোধিতা করেছে। এই মন্ত্রগুলি প্রমাণ করে যে, প্রাচীন বৈদিক সমাজে নারীর প্রতি সামাজিক সহানুভূতি ও বাস্তববাদী মনোভাব ছিল। বর্তমানে এই মন্ত্রগুলো নারীমুক্তি, জীবনমুখিতা ও মানবধর্মের প্রাচীন বৈদিক ভিত্তি হিসেবে অবশ্যই রসদ সরবরাহ করে। গরুর পূরণের ১/১০৭/২৮ শ্লোকে (*Garuda Purana (Complete English Translation)*, 1957) উল্লেখ আছে স্বামীর মৃত্যু হলে একজন বিধবা নারী পুনরায় বিবাহ করতে পারে। এই প্রকার ধর্মীয় পুরা কথা নারীবাদী আন্দোলনের ক্ষেত্রে লিঙ্গগত সাম্যতার ভিত্তি রচনা করতে অবশ্যই সাহায্য করে। তথাপি অগ্নি পুরাণের ১৯/২৩ (Dutta, 1904) শ্লোকে উল্লেখিত অল্প বয়স্কা বিধবার ব্রহ্মচার্য জীবন পালনের নির্দেশ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট হিন্দু ধর্মে নারী সত্তার মূল্যায়নকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করায়। আবার পদ্মপুরাণের কতগুলি শ্লোকের (৫/১০৬/৫৮-৬৯) (Shastri et al., 1956) বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ঋষি নারদ এক ব্রাহ্মণ বিধবা নারীকে মৃতস্বামীর সঙ্গে আগুনে প্রবেশের মাধ্যমে সকল পাপ নিবারণ হবে এমন উক্তি করেন। সুতরাং পরবর্তী সময়ে যখন সতীপ্রথা প্রাধান্য পায়, তা বেদের মূল ভাবধারার বিপরীতে প্রবাহিত হয়।

সুতরাং বিনির্মাণকারী নারীবাদীরা সতীদাহ সম্পর্কিত উপরোক্ত বহুমুখী ধর্মীয় বিশ্লেষণ গুলিকে সামনে রেখে জোরালো ভাবে দাবি রাখতে পারে যে লিঙ্গগত ধারণা স্থির বা স্থিতিশীল নয়। সমাজের ধ্বজাধারী ধর্ম সংস্কারক সমাজ সংস্কারের নামে অনেক ক্ষেত্রেই ভুল ভাবে ধর্মকে ব্যবহার করে। তাই ধর্মীয় ধারণার বিনির্মাণের মাধ্যমে অপসংস্কারের আভরণ উন্মুক্ত করা সম্ভব।

ইসলামে প্রতিফলিত নারীবাদ (Feminism reflected in Islam):

ইসলাম ধর্মের চিরাচরিত ধর্মীয় ব্যাখ্যা থেকে পাওয়া যায় মানব সৃষ্টি প্রাক্কালে আল্লাহ তা আলা আদি পিতা আদম (আঃ) কে সৃষ্টি করার পর আদমের নিঃসঙ্গতা দূরীকরণের জন্য তার সহধর্মিনী হিসেবে তার বাম পাজরের একটি হাড় থেকে আদি মাতা হাওয়া কে সৃজন করেন। এ প্রসঙ্গে, হাদীসঃ; সহীহ আল-বুখারী; আ.প্র.; ৩০৮৫, ই.ফা.; ৩০৯৩ থেকে পাওয়া যায়- আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "তোমরা নারীদেরকে উত্তম নাসীহাত প্রদান করবে। কেননা নারী জাতিকে পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর পাঁজরের হাড়গুলোর মধ্যে উপরের হাড়টি বেশী বাঁকা। তুমি যদি তা সোজা করতে যাও, তাহলে তা ভেঙ্গে যাবে আর যদি ছেড়ে দাও, তাহলে সব সময় তা বাঁকাই থাকবে। কাজেই নারীদেরকে নাসীহাত করতে থাক" (*SAHIH AL-BOKHARI (Translated in Bengali)*, 2014)। অতঃপর তাদের থেকে অসংখ্য নরনারী সৃষ্টি করেন। সৃষ্টি লগ্নে আদি পিতার আবির্ভাব তথা তার দেহাংশ থেকে আদি মাতার আবির্ভাবর এই ধর্মীয় পুরাকথা (Myth) পিতৃতান্ত্রিকতার বীজ বপনের এক প্রাথমিক পদক্ষেপ এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। আদম এবং হাওয়াকে সৃষ্টি করার পর কুরআনের সুরা ত্বা-হা - ২০:১১৬ (*The Holy Quran (Bengali Translation)*, 2022; *The Holy Quran (Translated in English)*, 2022) আয়াতে ("যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললামঃ তোমরা আদমকে সেজদা কর, তখন ইবলীস ব্যতীত সবাই সেজদা করল। সে অমান্য করল") পাওয়া যায়- আদি পিতা আদমের জ্ঞানের প্রতি সম্মান জানানোর জন্য ফেরেশতারা যেন তাকে সেজদা করে, আল্লাহর এমন নির্দেশ প্রতিধ্বনিত হলেও আদি মাতার প্রতি এই রূপ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন এর কথা পাওয়া যায় না। সুতরাং মানব সৃষ্টি সম্পর্কিত ইসলামীয় এই পুরান কথা সৃষ্টি লগ্নেই পিতৃতান্ত্রিকতার আস্ফালনকে অন্তর্নিহিত করে। বৈপ্লবিক নারীবাদী ধারণায় পুরুষালী বৈশিষ্ট্য সমূহকে বেশি প্রাধান্য দেওয়ার মাধ্যমে নারীসত্তাকে প্রান্তিকীকরণের যে অভিযোগ করা হয় তা প্রতিষ্ঠিত হয় মানব সৃষ্টির এই পুরাকথার মধ্যে। আবার সুরা হুজুরাত- ৪৯/১৩ ("হে মানব, আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিতি হও.....নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবকিছুর খবর রাখেন") এবং সুরা নাহল - ১৬/৪ ("তিনি মানবকে এক ফোটা বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছেন। এতদসত্বেও সে প্রকাশ্য বিতন্ডাকারী হয়ে গেছে") (*The Holy Quran (Bengali Translation)*, 2022; *The Holy Quran (Translated in English)*, 2022) আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে যে আল্লাহ এক পুরুষ ও এক নারী থেকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রের মানবজাতির সৃষ্টি করেছেন। স্বর্গ থেকে আদম ও হাওয়া বিতাড়িত হওয়ার পর তারা পৃথিবীতে অবতরণ করে এবং তাদের পুনর্মিলন হয়। পৃথিবীর বুকে তাদের সন্তান-সন্ততি জন্ম নেয়। আয়াতে পাওয়া যায় একফোঁটা বীর্য থেকে মানব সৃষ্টি হয়। সুতরাং ক্রোমোজোম দ্বারা নির্ধারিত মানুষের সেক্স আইডেন্টিটি সম্পর্কিত যে আধুনিক বৈজ্ঞানিক ধারণা এবং মানব অপত্য সৃষ্টিতে পুরুষ ও স্ত্রী সত্তার সম জৈবিক ভূমিকা ধর্মীয়ভাবে স্বীকার্য।

বিভিন্ন নারীবাদী ধারণার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো নারী পুরুষের সেক্স আইডেন্টিটিকে অতিক্রম করে জেন্ডার আইডেন্টিটির মধ্যে বৈষম্য দূর করা। ইসলাম ধর্মে মায়ের যে মর্যাদা বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত হয়েছে সেখানে দেখা যায় মা-বাবার দ্বৈত ভূমিকা কে যুগপৎ সম্মান জানানো হয়েছে। সুরা লুকমান- ৩১/১৪ ("আর আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের জোর নির্দেশ দিয়েছি। তার মাতা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছে। তার দুধ ছাড়ানো দু বছরে হয়। নির্দেশ দিয়েছি যে, আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। অবশেষে আমারই নিকট ফিরে আসতে হবে"), এবং সুরা বনী-ইসরাঈল- ১৭/২৩ ও ২৪ ("তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কারও এবাদত করো না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব-ব্যবহা র কর। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়েই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়; তবে তাদেরকে `উহ' শব্দটিও বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না এবং বল তাদেরকে শিষ্ঠাচারপূর্ণ কথা", "তাদের সামনে ভালবাসার সাথে, নম্রভাবে মাথা নত করে দাও এবং বলঃ হে পালনকর্তা, তাদের উভয়ের প্রতি রহম কর, যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন") আয়াত সমূহের (*The Holy Quran (Bengali Translation)*, 2022; *The Holy Quran (Translated in English)*, 2022) ছত্রে ছত্রে পিতা-মাতা উভয়ের প্রতি সদ্ব্যবহার, শিষ্টাচার পূর্ণ কথোপকথন, বার্ধক্যে মা-বাবার দেখাশোনা করা ইত্যাদির উপর জোর দেওয়া হয়েছে। মা-বাবার পদতলে নতশিরে আশীর্বাদ প্রার্থনা করতে বলার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের পরেই পিতা-মাতা উভয়ের সত্তাকে ধর্মীয়ভাবে স্বীকার করা হয়েছে। এক্ষেত্রে

দেখা যায় পিতা-মাতার মর্যাদা কে বৈষম্যমূলকভাবে ব্যাখ্যা করা হয় না। বিনির্মাণকারী নারীবাদীদের 'Same right within same situation' এর ধারণা এবং পরিস্থিতি ভিত্তিক উপযোগী অধিকার প্রদানের দাবি উপরোক্ত আয়াতসমূহের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং 'মাতাপিতা' অথবা 'পিতামাতা' ('Motherfather' or 'Fathermother') একটি একক শব্দ হিসাবে পুনর্গঠিত হওয়ার মাধ্যমে মা ও বাবার বাইনারি ধারণার সীমারেখা দূর করার রসদ উপরোক্ত আয়াত সমূহে পরিপূর্ণভাবে বর্তমান আছে। অনেক ক্ষেত্রে যে ধর্মীয় গঠন Gender stereotype কে রূপদান করে বলে মনে করা হয় এক্ষেত্রে সেই ধর্মীয় গঠনকে ব্যবহার করেই ঐতিহ্যগত অনুমান ও অর্থকে চ্যালেঞ্জ করা সম্ভব এবং মা-বাবার লিঙ্গগত সমতাকে উপস্থাপন করা সম্ভব।

কন্যা ভ্রুন হত্যা বর্তমান সমাজের একটি জঘন্যতম প্রবণতা, যার বিরুদ্ধে নারী বাদীরা বার বার সোচ্চার হন। প্রি-ইসলামিক সমাজে ভূমিষ্ঠ হওয়া জীবিত কন্যা সন্তানকে অশুভ ভেবে কবর দেওয়া হতো। সেই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের ধারণা বর্তমান সমাজে সম্পূর্ণ নির্মূল হয়েছে তা বলা যায় না। কন্যা ভ্রুণ হত্যার অগণিত উদাহরণ সমাজের বুকে ঘটে চলেছে। এই সকল উদাহরণ থেকে বোঝা যায় ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে কন্যা সন্তান হত্যার নির্মম অপরাধ মূলক প্রবণতার ধরন বা অভিমুখ পরিবর্তন হয়েছে মাত্র। কোরানে উল্লেখিত সুরা শূরা- ৪২/৪৯ ("নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের রাজত্ব আল্লাহ তা'আলারই। তিনি যা ইচ্ছা, সৃষ্টি করেন, যাকে ইচ্ছা কন্যা-সন্তান এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন") এবং সুরা নাহল- ১৬/৫৭ ("তারা আল্লাহর জন্যে কন্যা সন্তান নির্ধারণ করে-তিনি পবিত্র মহিমান্বিত এবং নিজেদের জন্যে ওরা তাই স্থির করে যা ওরা চায়") আয়াতে এই ধরনের অপরাধকে সমর্থন করা হয় না। আয়াত গুলির মধ্যে ধর্মীয় ভাবে স্বীকার করা হয় যে কন্যা ও পুত্র সন্তান জন্মানোর পেছনে ব্যক্তির ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোন ভূমিকা নেই। এক্ষেত্রে স্পষ্ট ভাবে উল্লেখিত হয়েছে যে কন্যা সন্তান লাভ অথবা পুত্র সন্তান লাভ এটা ঈশ্বরের দান যা মানুষ নির্দ্বিধায় গ্রহণ করবে। ধর্মীয় ভাবে কন্যা সন্তানের প্রাপ্তি আল্লাহর পবিত্র দান হিসেবে বিবেচিত হয়। এইবূপ ধর্মীয় ধারণার সঙ্গে জীববিজ্ঞানের ব্যাখ্যার মূলগত সামঞ্জস্য আছে। জীববিজ্ঞান অনুসারে প্রাকৃতিক নিয়মে জননের সময় পুং গ্যামেট (X ক্রোমোজোম যুক্ত অথবা Y ক্রোমোজোম যুক্ত) এবং স্ত্রী গ্যামেটে (সর্বদা X ক্রোমোজোম যুক্ত) এর মিলন একটি অনিয়ন্ত্রিত জৈবিক ঘটনা। X ক্রোমোজোম যুক্ত পুং গ্যামেট X ক্রোমোজোম যুক্ত স্ত্রী গ্যামেটকে নিষিক্ত করলে কন্যা সন্তান জন্মায়। অপরপক্ষে Y ক্রোমোজোম যুক্ত পুং গ্যামেট X ক্রোমোজোম যুক্ত স্ত্রী গ্যামেটকে নিষিদ্ধ করলে পুত্র সন্তান জন্মায় (Legato, 2020)। সুতরাং উদারনৈতিক নারীবাদীদের তত্ত্বগত ধারণাকে সামনে রেখে কন্যা ভ্রুণ হত্যার অপরাধ প্রবণতার বিরুদ্ধে এবং হবু মায়ের (Mother to be) উপর মানসিক ও শারীরিক পীড়ন সৃষ্টি করে তাকে কন্যা ভ্রুণ গর্ভপাত করতে বাধ্য করার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রকে বলিষ্ঠ আইনগত সুরক্ষা প্রদান করতে হবে। এ প্রসঙ্গে ইসলাম ধর্মের ব্যাখ্যা আইন প্রণয়নে কোন প্রতিকূলতা সৃষ্টি করে না, বরং ইসলাম ধর্মে এইরূপ অপরাধমূলক জঘন্য মনোভাব কে নিকৃষ্ট মানবিকতা বলে বর্ণনা করা হয়।

কোরআনের সুরা রূম-৩ ০/২১ ("আর এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সংগিনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তিতে থাক এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে") এবং সুরা নিসা- ৪/১৯ ("হে ঈমাণদারগণ! বলপূর্বক নারীদেরকে উত্তরাধিকারে গ্রহন করা তোমাদের জন্যে হালাল নয়....") আয়াতে স্পষ্ট ভাবে উল্লেখিত হয়েছে যে মহান আল্লাহ প্রতিটি পুরুষের জন্য তার সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন, তিনিই যুগল প্রেমের স্রষ্টা। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক দয়া, মায়া-মমতা ও সম্প্রীতির বীজ বপন কারী। নারীর অসম্মতিতে তাকে বিবাহ করা হলে তা কল্যাণ দায়ক নয় এবং ধর্মীয়ভাবে তা বৈধতা পেতে পারে না। ইবনে হাম্বল, নং ২৪৬৯ এবং ইবনে মাজা, নং ১৮৭৩ (*SUNANE IBN MAJA (Translated in Bengali)*, 2001) - এ উল্লেখ আছে বৈবাহিক চুক্তির এই পূর্ব শর্ত পূরণ না হলে মহিলারা তার বিয়ে নাও মেনে নিতে পারে। বুখারী হাদিস ৫২৩৬ (*SAHIH AL-BOKHARI (Translated in Bengali)*, 2014) থেকে পাওয়া যায়- নবীজি (সাঃ) পিতামাতার উদ্দেশ্যে বলেন যে, বিবাহের সময় যুবতী মহিলার কাছ থেকে তাঁর পিতা-মাতাকে অবশ্যই কন্যার সম্মতি নিতে হবে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন লাজুক কোনের নিরব থাকাটাই বিবাহের সম্মতি প্রদান বলে বিবেচিত হবে। তিরমিজ, হাদিসঃ ১১০১ (*Sahih At-Tirmidhi (Translated in Bengali)*, 2010) থেকে পাওয়া যায় অভিভাবক ব্যতীত কোন বিবাহ হতে পারে না। এক্ষেত্রে নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কয়েকটি প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, যেমন- অভিভাবকের উপস্থিতি ছাড়া প্রাপ্ত বয়স্কা

মহিলা স্বামী নির্বাচন করলে যদি তার ধর্মসম্মত বিবাহ না হয় তাহলে বিবাহ ক্ষেত্রে মহিলাদের নিজস্ব স্বাধীন মতামত প্রকাশের সুযোগ কি আদৌ ধর্মীয়ভাবে স্বীকার্য্য? বল পূর্বক মানসিক চাপ সৃষ্টি করে কোনেকে নিজের মতামত প্রকাশে বাধা দেওয়া হলে, সেই নীরবতা কি কোণের সম্মতি বলে বিবেচিত হতে পারে? এই সকল প্রশ্ন গুলিকে সামনে রেখে অনুধাবন করা যায় বিবাহ ক্ষেত্রে স্বামী নির্বাচনে নারী স্বাধীনতার দিক ইসলাম ধর্মে উল্লেখিত হলেও বাস্তবে তা রূপায়নের ক্ষেত্রে ধর্মীয় পরিসরেই সংকুচিত হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়ে গেছে। বৈপ্লবিক নারীবাদী ধারণা কে সামনে রেখে বলা যায় পুরুষের নিপীড়নমূলক আগ্রাসী মনোভাবের আবর্তে নারীকে ভীত করে তার নীরব সম্মতি আদায় করিয়ে নেওয়ার এক প্রচ্ছন্ন সুযোগ ধর্মে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। নারীরা লাজুক এমন একটি স্টেরিওটাইপ তৈরি করে নারীর কণ্ঠস্বর রুদ্ধ করার প্রবণতাকে ধর্মের নঞর্থক দিক বলে স্বাধীনকামি নারীবাদীরা অবশ্যই দাবি করতে পারে। তথাপি সাংস্কৃতিক নারীবাদী ধারণা দিয়ে বিশ্লেষণ করলে বলা যায়, এক্ষেত্রে নারীদের সহানুভূতিশীল শান্ত স্বভাবের প্রাকৃতিক গুনের প্রতি ধর্ম গুরুত্ব আরোপ করে মাত্র কিন্তু কোরানে উল্লেখিত আয়াত সমূহে জোরপূর্বক বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের অপচেষ্টাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় না। আয়াতগুলির মধ্যে চিন্তাশীল মানুষের জন্য সংবেদনশীল হওয়ার নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে। কোরআনের সুরা নিসা- ৪:১৯ আয়াতে স্বামী নির্বাচনে নারী স্বাধীনতা খর্ব করা হলে পুরুষের জন্য তা হালাল নয় বলে কড়া মনোভাব পোষন করা হয়েছে। সুরা রূম-৩০/২১(*The Holy Quran (Bengali Translation),* 2022) ("আর এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সংগিনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তিতে থাক এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে") আয়াতের বিশ্লেষণে দেখা যায় স্বামী স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক সুসম্পর্ক ও সম্প্রীতি বজায় রাখা, শান্তিতে জীবন যাপন করা, উভয়ের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হলে উভয় পক্ষের বিশ্বস্ত ও বিজ্ঞ বিচারকের উপস্থিতিতে তা সমাধানে সচেষ্ট হওয়া, স্বামী- স্ত্রীর বিরোধ সমাধানের মাধ্যমে আল্লাহর আশীর্বাদে উভয়ের মধ্যে প্রেম প্রীতি ও ভালোবাসার সঞ্চার হওয়া ইত্যাদি সৎ উপদেশ তথা নির্দেশ সমূহের মাধ্যমে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ককে অটুট রাখতে ইসলাম ধর্ম সদর্থক ভূমিকা পালন করে। আবার সুরা নিসা- ৪/২০ ("যদি তোমরা এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী পরিবর্তন করতে ইচ্ছা কর এবং তাদের একজনকে প্রচুর ধন-সম্পদ প্রদান করে থাক, তবে তা থেকে কিছুই ফেরত গ্রহণ করো না। তোমরা কি তা অন্যায়ভাবে ও প্রকাশ্য গোনাহর মাধ্যমে গ্রহণ করবে?") এবং সুরা নিসা- ৪/১৯ ("হে ঈমাণদারগণ! বলপূর্বক নারীদেরকে উত্তরাধিকারে গ্রহন করা তোমাদের জন্যে হালাল নয় এবং তাদেরকে আটক রেখো না যাতে তোমরা তাদেরকে যা প্রদান করেছ তার কিয়দংশ নিয়ে নাও; কিন্তু তারা যদি কোন প্রকাশ্য অশ্লীলতা করে! নারীদের সাথে সদ্ভাবে জীবন-যাপন কর। অতঃপর যদি তাদেরকে অপছন্দ কর, তবে হয়ত তোমরা এমন এক জিনিসকে অপছন্দ করছ, যাতে আল্লাহ, অনেক কল্যাণ রেখেছেন") আয়াত (*The Holy Quran (Bengali Translation),* 2022) দুটির মধ্যে পরস্পর বিরোধী দুটি অভিব্যক্তি পাওয়া যায়। প্রথমটিতে বলা হয় স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কের চরম অবনতি অমীমাংসিত থাকলে এবং স্বামী অন্য নারীকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করলে প্রথম স্ত্রীকে প্রদেয় মোহর কোনোভাবেই ফেরত নেওয়া যাবে না। অপরপক্ষে দ্বিতীয়টিতে বলা হয় জনসমক্ষে স্ত্রী অশালীন আচরণে লিপ্ত হলে স্বামী যা কিছু স্ত্রীকে প্রদান করে তার একটা অংশ শাস্তি স্বরূপ ফেরত নিতে পারে। এইরূপ স্ববিরোধী নীতি ধর্মীয় অসঙ্গতি কে নির্দেশ করে। মার্কসীয় নারীবাদীরা লিঙ্গ বৈষম্যের জন্য যে অভিযোগে মান্যতা দেন তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ সুরা নিসা- ৪/৩৪ ("পুরুষেরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল এ জন্য যে, আল্লাহ একের উপর অন্যের বৈশিষ্ট্য দান করেছেন এবং এ জন্য যে, তারা তাদের অর্থ ব্যয় করে। সে মতে নেককার স্ত্রীলোকগণ হয় অনুগতা এবং আল্লাহ যা হেফাযতযোগ্য করে দিয়েছেন লোক চক্ষুর অন্তরালেও তার হেফাযত করে। আর যাদের মধ্যে অবাধ্যতার আশঙ্কা কর তাদের সদুপদেশ দাও, তাদের শয্যা ত্যাগ কর এবং প্রহার কর। যদি তাতে তারা বাধ্য হয়ে যায়, তবে আর তাদের জন্য অন্য কোন পথ অনুসন্ধান করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সবার উপর শ্রেষ্ঠ") আয়াতের (*The Holy Quran (Bengali Translation),* 2022) মধ্যে উপস্থাপিত হয়। পুরুষেরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল এমন উক্তির মাধ্যমে পুরুষেরা শোষক শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসেবে এবং মহিলারা শোষিত শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসেবে ধর্মীয় স্বীকৃতি পায়। মার্কসীয় বস্তুবাদী ধারণা অনুযায়ী ধর্মে উল্লেখিত এমন অভিব্যক্তির মধ্য দিয়ে নারীরা পুরুষের ব্যক্তিগত মালিকানধীন হয়ে পড়ে। স্ত্রী অবাধ্য হলে স্বামী তাকে সর্বোপরি প্রহার করতে পারে, এমন ধর্মীয় স্বীকৃতি পারিবারিক ক্ষেত্রে নারী নির্যাতনের প্রেক্ষাপটকে সুদৃঢ় করে। আবার মারধরের মাধ্যমে স্ত্রী স্বামীর

আনুগত্য স্বীকার করে নিলে অন্য কোন সংকীর্ণ পথ বেছে নিতে নিষেধ করা হয়। এখানেই প্রশ্ন উঠে, শারীরিক নির্যাতনের মাধ্যমে স্ত্রীর আনুগত্য না পাওয়া গেলে আরো নৃশংসতার পথ অবলম্বনে বাধা নেই বলে ধর্ম কি উস্কানি দেয়? সুতরাং ব্যক্তিগত পারিবারিক ক্ষেত্রের মধ্যেও প্রচ্ছন্ন এক রাজনৈতিক খেলার সুযোগ ধর্মীয় ভাবে মান্যতা পায়, যা বৈপ্লবিক নারীবাদী ধারণা অনুযায়ী 'Personal is political' বলে আখ্যায়িত হয়। এ প্রসঙ্গে বুখারী ৫২০৪ (*SAHIH AL-BOKHARI (Translated in Bengali)*, 2014), ইবন হিব্বান ৯/৪৯৯; ৪১৮৯, আবু দাউদ ২১৪৬, এবং ইবন মজাহ ১৯৮৫ (*SUNANE IBN MAJA (Translated in Bengali)*, 2001) থেকে কিচ্ছু নমনীয় সদুপদেশ পাওয়া যায়, যেমন- চাকর বাকরদের মতন প্রহার করা যাবে না, ভালো লোক এমন পন্থা অবলম্বন করে না, আল্লাহ এমন শাস্তি দান পছন্দ করেন না। সুতরাং এই আয়াতটি নারীদের সার্বিক মর্যাদা কে ভূলুণ্ঠিত করতে নরমে-গরমে একটি ধর্মীয় প্রয়াস বলে সমাজতান্ত্রিক নারীবাদীরা অভিযোগ করতেই পারে।

গবেষণালব্ধ প্রধান ফলাফল (Major research findings revealed):

- যেহেতু সময়-দেশ-কাল-সমাজ ও রাজনীতির উপর ধর্মীয় প্রভাব একটি শক্তিশালী অনুঘটক হিসাবে কাজ করে তাই ধর্মীয় ধ্যান-ধারণার সংস্কার ব্যতীত নারীবাদী আন্দোলন পূর্ণতা ও সফলতা পেতে পারেনা। ধর্মীয় ভাষ্য গুলির বিশ্লেষণ ও পারস্পরিক তুলনার সাপেক্ষে এই গবেষণায় প্রতিয়মান হয় যে- ধর্মের মধ্যে নারী শক্তির মর্যাদা সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত নয় বরং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নারীদের সার্বিক অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা প্রদান তথা ক্ষমতায়নের পক্ষে ধর্মীয় প্রেরণা বিদ্যমান রয়েছে। ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে নারী শক্তির প্রতিকি তাৎপর্যও (Symbolic significant) বহু ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়েছে।
- ধর্মীয় নারীবাদী দর্শন (Philosophy of religious feminism), ধর্মকে হাতিয়ার করে নারীর ক্ষমতায়নের আন্দোলনকে একটি আদর্শায়িত শক্তিশালী দিশা দিতে পারবে বলে উপলব্ধ হয়। নারীবাদী ধর্মতত্ত্বের (Feminist theology) বিনির্মাণের বলিষ্ঠ দাবির মাধ্যমে রাষ্ট্র তথা সরকার ধর্ম-বর্ণ-জাতি ও লিঙ্গ নির্বিশেষে ন্যায় সঙ্গত বিধি নিয়মের নৈতিক আদর্শে অনুপ্রাণিত হতে বাধ্য হবে। ফলে উদারনৈতিক নারীবাদী আন্দোলনের মূলগত দাবি 'Principal of Justice'-এর প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত হবে।

ভবিষ্যতের দৃষ্টিভঙ্গি সহ উপসংহার (Conclusions with future outlook):

ধর্মতত্ত্ব গত নারীবাদী আদর্শগুলিকে প্রতিষ্ঠা করে তা সমাজ জীবনে প্রয়োগ করতে পারলে নারীবাদী আন্দোলন অনেক বেশি গতিশীল হবে। কারণ সমাজ জীবনে লিঙ্গ স্টেরিওটাইপ তৈরিতে ধর্মীয় প্রভাব অনস্বীকার্য। এমনকি দেশের রাজনৈতিক পরিকাঠামোও নিয়ন্ত্রিত হয় দেশের ধর্মীয় দর্শন ও আদর্শের উপর ভিত্তি করে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ যে ধর্মীয় আয়াত গুলিকে সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে নব রূপে বিশ্লেষণের তাগিদ অনুভব করা উচিত ধর্মীয় গুরুদের। এই গবেষণাপত্র ধর্মীয় গুরু তথা রাজনৈতিক ক্ষমতাসীন ব্যক্তিদের মধ্যে নারী প্রসঙ্গে সময়োপযোগী আদর্শ নির্ধারণে অনুপ্রাণিত করবে। ধর্মীয় ব্যাখ্যা কে লিঙ্গ পক্ষপাত দুষ্টুটা থেকে পরিমার্জিত করতে এই গবেষণালব্ধ উপাদান গুলি তাৎপর্যপূর্ণ।

তথ্যসূত্র:

Bengali:

1. Basu, R. (2012). *Naribad* (2012th ed.). West Bengal state Book Board.
2. Goswami, S. B. (1961). *Atharvaveda (Translated in Bengali)*. Haraf Prakashani. https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.454693/page/n4/mode/1up?view=theater
3. *Mahabharata, composed by Maharshi Vedavyasa, Udyoga Parva-13. (Translated into Bengali)* (S. H. S. Bhattacharyya, Trans.; 2nd ed.). (1978). Vishvabani Prakashani, Calcutta.
4. Maitra, Śephālī. (2003). *Naitikatā o nārībāda: Dārśanika prokshitera nānā mātrā*. Niu Eja Pābaliśārsa.

5. *Manu Samhita (Byanganubad)* (B. Shiromani & P. Tarkabhushan, Trans.; 4 th). (1336). Basumati Sahitya Mandir, Satish Chandra Mukhopadhyay. https://archive.org/details/ajoymondol297_gmail_20160623_1852/page/n24/mode/1up
6. *Manu Samhita (Translated in Bengali)* (S. C. Bandyopadhyay, Trans.). (n.d.). Ananda Publisher.
7. *Nari O Communism: Marx Theke Mao, [Women And Communism: From Marx To Mao, Edited by Harry Politt]* (M. Sarkar, Trans.; 3 rd). (2022). Radical, Kolkata.
8. Rahman, M. M. (2021). Begam Rokeyar Nari Unnayan Bhabna: Ekati payalochana. *International Journal of Humanities & Social Science Studies*, *7*(3). https://doi.org/10.29032/ijhsss.v7.i3.2021.01-12
9. *SAHIH AL-BOKHARI (Translated in Bengali)* (A. Kayser, A. Rahman, M. Haque, R. Amin, & A. Khalek, Trans.; Vol. 3). (2014). Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100. https://drive.google.com/file/d/16h5LQDVd9LS1mROsXl4ubXEl4yTM48fV/view
10. *Sahih At-Tirmidhi (Translated in Bengali): Vol. 2 nd* (H. bin Sohrab & S. M. I. M. bin K. Rahman, Trans.; 2 nd). (2010). Hossain Al-Madani Prokashoni, Dhaka, Bangladesh. https://drive.google.com/file/d/160pQuEsYotCBnAaEuxioG51RmZwFoQW7/view
11. Sarkar, K. K. (2018). *Naribad, linga,rajniti O narir khamatayan* (1 st). Avenel press.
12. *SUNANE IBN MAJA (Translated in bengali)* (M. Musa, Trans.; Vol. 2). (2001). Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100. https://drive.google.com/file/d/1PjkeM678Ki3YkSTKscKT40kml9zzMkze/view
13. *The Holy Quran (Bengali translation)* (M. H. Rahman, Trans.). (2022). https://quran.habibur.com

English:

14. Apetrei, S. L. T. (2010). *Women, feminism and religion in early Enlightenment England*. Cambridge University Press.
15. Armstrong, K. (2002). *Islam: A short history* (2002nd ed.). New York: Random House.
16. Astell, M. (2015). *Some Reflection upon Marriage*. University of Illinois Press.
17. Chaudhuri, M. (2015). *The Indian Women's Movement Reform and Revival*. Winshield Press, New Delhi.
18. Dutta, M. N. (1904). *Agni-puranam (Translated in english)* (1 st). Cosmo publication.
19. Elam, D. (2000). Deconstruction and Feminism. In N. Royle (Ed.), *Deconstructions* (pp. 83–104). Macmillan Education UK. https://doi.org/10.1007/978-1-137-06095-2_5
20. *Garuda Purana (Complete English Translation)* (J. L. Shastri, Trans.; 1–3 Volumes In 1). (1957). Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd. https://archive.org/details/GarudaPuranaEnglishMotilal3VolumesIn1/page/n329/mode/2up
21. Glazebrook, T. (2002). KAREN WARREN'S ECOFEMINISM. *Ethics & the Environment*, *7*(2), 12–26. https://doi.org/10.2979/ETE.2002.7.2.12

22. Legato, M. J. (2020). What determines biological sex? In *The Plasticity of Sex* (pp. 1–23). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-815968-2.00001-3
23. *Manu Samhita: English translation* (M. N. Dutt, Trans.). (1909). Calcutta: Printed and pub. by H.C. Das.
24. Mariana, S. (2006). Mill's Liberal Feminism: Its Legacy and Current Criticism. *Prolegomena*, *5*(2), 179–191.
25. Shastri, J. L., Bhatt, G. P., & Deshpande, N. A. (1956). *Padma Purana, part 10 (Translated in english)* (1 st). Motilal Banarsi Dass Publication. https://archive.org/details/dli.bengal.10689.21961/page/n5/mode/2up
26. Shiva, V. (2002). *Staying alive: Women, ecology and development* (8. impr). Zed Books.
27. *The Holy Quran (Translated in english)* (A. Y. Ali, Trans.). (2022). https://quranyusufali.com/
28. Thompson, D. (1994). Defining feminism. *Australian Feminist Studies*, *9*(20), 171–192. https://doi.org/10.1080/08164649.1994.9994750
29. Vedantaratna, S. M. C., & Tattvabhushan, S. S. (1928). *Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad (Byanganubad)*. https://archive.org/details/dli.bengal.10689.17838/page/n7/mode/1up